অনিন্দ্য চন্দ্রিমা ভোরে

কামরুল ইসলাম খান

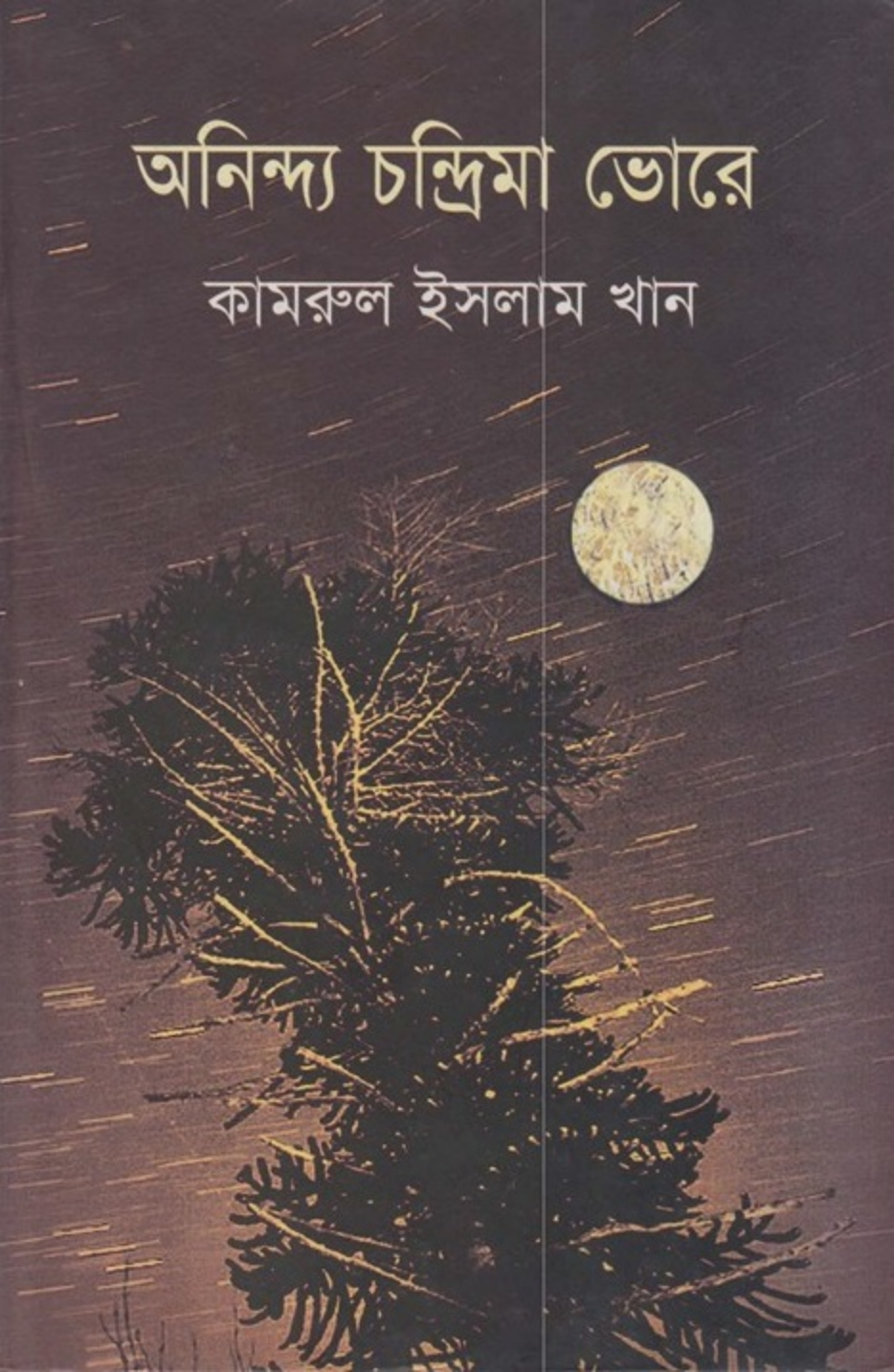

অনিন্দ্য চন্দ্রিমা ভোরে

কামরুল ইসলাম খান

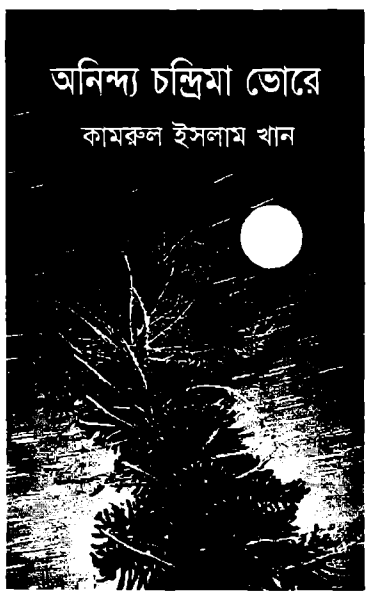

www.pathagar.com

এই লেখকের প্রকাশিত বই :

১) কবিতার ধ্বনি (কাব্যগ্রন্থ) = বইমেলা ২০০৩ সাল
২) প্রথম বসন্ত (ছোটগল্প সংকলন) = বইমেলা ২০০৪ সাল
৩) আকাশের ছবি (কাব্যগ্রন্থ) = বইমেলা ২০০৫ সাল
৪) অসমাপ্ত গল্প (ছোটগল্প সংকলন) = বইমেলা ২০০৬ সাল
৫) গাধা সমাচার (রম্য রচনা) = বইমেলা ২০০৭ সাল
৬) Portrait of the sky = বইমেলা ২০০৮ সাল
৭) স্বপ্নের সাদা জ্যোৎস্নায় (কাব্যগ্রন্থ) = বইমেলা ২০০৯ সাল
৮) জোনাকীর বিমুগ্ধ আভা = বইমেলা ২০১০ সাল
৯) প্রাত্যহিক জীবনে পবিত্র কুরআনের আহ্বান = সেপ্টেম্বর ২০১০ সাল
১০) অনিন্দ্য চন্দ্রিমা ভোরে = বইমেলা ২০১১ সাল

www.pathagar.com

অনিন্দ্য চন্দ্রিমা ভোরে

কামরুল ইসলাম খান

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা -চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

অনিন্দ্য চন্দ্রিমা ভোরে

মোঃ কামরুল ইসলাম খান

গ্রন্থস্বত্ব ঃ

শরফুল ইসলাম খান, পিএইচডি

প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

একুশে বইমেলা ২০১১ সাল

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

পংকজ পাঠক, রূপক গ্রাফিক্স, ঢাকা

মুল্য ঃ ১২০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

মিনার্ভা বুক স্টল, সোবহানবাগ মসজিদ, ঢাকা।

Aninda Chandrima Bhore, Written by Qumrul Islam Khan, published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000

Price Tk. 120.00 Only. US$. 4.00 **ISBN 984 - 70241 - 0025 - 0**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার প্রিয় ছোট ভাই

আবু মুসা মোহাম্মদ ফকরুল ইসলাম খান

মুসাকে

আমার প্রাণভরা দোয়া সহ

www.pathagar.com

শব্দের তরঙ্গ যদি কবিতা হয়ে ওঠে
তাহলে তার উৎস হচ্ছে হৃদয়
➤ ইংরেজ কবি লোয়েস

লোকের স্মৃতিতে ছাড়া আর কোন
কিছুতেই আমি বেঁচে থাকতে চাইনা।
➤ হেলেন কেলার।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

জনাব কামরুল ইসলাম খান একজন প্রখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক। পবিত্র কোরআন শরীফের একটা বই সহ তাঁর মোট ১০-টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে একটি বই ছাড়া বাকী বইগুলি আমরা প্রকাশ করেছি। চলতি কাব্যগ্রন্থের নাম "অনিন্দ্য চন্দ্রিমা ভোরে"। এটি নিয়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা হলো মোট চারটি। আকাশের ছবি কাব্যগ্রন্থটির সকল কবিতাগুলিকে তিনি নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এই ইংরেজি বইটির নাম রাখা হয়েছে-- Portrait of the sky ।

একটা ভাল কবিতায় থাকে রূপ, রস এবং অপরূপ সৌন্দর্য। কবিতা নিজের হৃদয়ে ধারণ করে বিশাল প্রকৃতি, মানুষ আর মাটির গন্ধ। বিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন কবিতা হলো একটি পরিশুদ্ধ মহান শব্দশিল্প। বিচিত্র সব শব্দরাশি এবং শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক কল্যাণ এবং শান্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্য মূর্তময় হয়ে ওঠে কবিতার মধ্যে। কবিতা হলো হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশের প্রেক্ষাপটে সর্বোত্তম উৎস। বলা হয়ে থাকে বাঙ্গালীর প্রাণ কবিতার প্রাণ, বাংলাদেশের হৃদয় কবিতার হৃদয়। একজন কবির শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হলো তাঁর শব্দের বিন্যাস। এই শব্দগুলি নিয়ে তিনি সতর্কভাবে খেলা করে থাকেন, তারপর সৃষ্টি হয় একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা। কবিতার লালিত্যবোধই পাঠকের মনকে এক সীমাহীন আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলে। বর্তমান কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি রূপ-রস এবং সৌন্দর্যে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

চলতি কাব্যগ্রন্থের একটা কবিতার লাইন এভাবে শুরু হয়েছে--- "রক্তিম উল্লাসে ভরে দেয় প্রকৃতি মানুষের দেহ"। আসলেই কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্য। মানুষ আর প্রকৃতি একে অপরের সম্পুরক। সবুজ প্রকৃতি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা। প্রকৃতিকে কখনই আঘাত করতে নেই। প্রকৃতির শরীরে আঘাত করলে, প্রকৃতি অবশ্যই তার প্রতিশোধ নেবে। বর্তমান সময়ে ঘটছেও তাই। দেশের নদী-খাল-বিলের অবস্থা করুণ হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

উজাড় করা হচ্ছে সবুজ বনরাশি। ফলে শুরু হয়েছে আবহাওয়ার অদ্ভুদ পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন আহ্বান করে আনছে অবাঞ্চিত সব রোগ।
গ্রন্থের প্রথম কবিতা "বর্ণমালার মিছিল"। এই কবিতাটিকে লেখক ভালবাসেন বলে তিনি তাঁর অপর একটি কাব্যগ্রন্থে থেকে কবিতাটিকে গ্রহন করেছেন। বাংলা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা, আমাদের হৃদয়ের ভাষা। ফলে আমি বলবো, কবিতাটি আসলেই অপূর্ব হয়েছে। এটা শেষ করা হয়েছে এভাবে----"বর্ণমালার দল তখন বেরিয়েছে মিছিল নিয়ে/লাল ঝিলমিল তাদের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল/আমাদের ধারন করে নাও তোমাদের হৃদয়ে"।
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। আমি মহান আল্লাহ পাকের কাছে জনাব কামরুল ইসলাম খানের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

(এস.এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	বর্ণমালার মিছিল	১১
২.	Procession of Alphabets	১২
৩.	মজার দিন কাটে	১৩
৪.	নতুন সৃষ্টির জন্য	১৪
৫.	শান্তির প্রত্যাশায়	১৫
৬.	প্রকৃতির অহংকার	১৬
৭.	মৃত্যুর নিঃশ্বাস	১৭
৮.	সবুজের মৃত্যু	১৮
৯.	রহস্যেঘেরা মৃত্যু	১৯
১০.	পাথর সময়	২০
১১.	বিমর্ষ নদী	২১
১২.	পরিশ্রান্ত চেতনায়	২২
১৩.	বৃক্ষরাজির কাছে প্রার্থনা	২৩
১৪.	কিছুই দেবার নেই	২৪
১৫.	কবিতায় অনন্য মাদকতা	২৫
১৬.	বিমুগ্ধ বীণার তরঙ্গ	২৬
১৭.	বৃষ্টির কোমল সুরে	২৭
১৮.	সাজানো জীবন	২৮
১৯.	মৃত্যু এবং কবিতা	২৯
২০.	সুর ওঠে হৃদয়ে	৩০
২১.	অরণ্যের যন্ত্রনা	৩১
২২.	আভার জন্য কবিতা	৩২
২৩.	স্বপ্ন তরুণী	৩৩
২৪.	সুন্দরের প্রতীক্ষায়	৩৪
২৫.	অনিন্দ্য চন্দ্রিমা ভোরে	৩৫
২৬.	অপেক্ষায় থাকি	৩৬
২৭.	অসমাপ্ত শূণ্য জীবন	৩৭
২৮.	সমুদ্রের অনন্ত গভীরে	৩৮
২৯.	অর্থহীন রাত	৩৯
৩০.	যেতে চাই নক্ষত্রলোকে	৪০

www.pathagar.com

৩১.	চাষাবাদ	৪১
৩২.	প্রতিশোধ	৪২
৩৩.	এক অমর কবিকে	৪৩
৩৪.	স্বাধীনতার অর্থ কি	৪৪
৩৫.	উৎসবের মোহনায়	৪৫
৩৬.	জীবনের প্রার্থনা	৪৬
৩৭.	তুলে নেব সমুদ্রকে	৪৭
৩৮.	সময়ের মুখ	৪৮
৩৯.	তিনটি কবিতা	৪৯
৪০.	হৃদয়ের সন্ধানে	৫০
৪১.	কবিতার জন্ম	৫১
৪২.	হৃদয়ের বিলাপ	৫২
৪৩.	কবিতার মত কোমল মৃত্যু	৫৩
৪৪.	নামতা : ২০১১	৫৪
৪৫.	অন্ধকারে বসবাস	৫৫
৪৬.	বিপুল বিস্ময়	৫৬
৪৭.	পূর্ণ কবিতা	৫৭
৪৮.	প্রকৃতির রাজ্যে	৫৮
৪৯.	মহাকাশে শব্দমালা	৫৯
৫০.	কবিতার শরীর	৬০
৫১.	সমীক্ষা	৬১
৫২.	সময়ের আহ্বান	৬২
৫৩.	রোগাক্রান্ত নগরী	৬৩
৫৪.	প্রকৃতির শবচ্ছেদ	৬৪
৫৫.	হতাশা চারদিকে	৬৫
৫৬.	নীল নির্জনে সুখের ঠিকানা	৬৬
৫৭.	জীবনের বাসনা	৬৭
৫৮.	মাতৃভাষা অনন্য প্রজাপতি	৬৮
৫৯.	বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গন	৬৯
৬০.	ক্ষুধার আগুন	৭০

www.pathagar.com

বর্ণমালার মিছিল

প্রতিটি বর্ণমালায় রয়েছে বিপূল ঐশ্বর্যরাশি
প্রতিটি অক্ষরের শরীর মদির পিচ্ছিল
এই শরীরে ক্রমাগত: প্রলেপ লাগিয়ে
কৈশোর আর যৌবনের কথা ভুলে গেছি আমি ।
এরপর পাড়ি দিয়েছি দীর্ঘ দূর্গম শিলাপথ
ছায়াতাড়িত ভুগোল এখন আর প্রসব করেনা
সবুজের নিসর্গ ভোরের অন্ধকারে।

ক্ষুধার যৌবন শেষে বুকের তলদেশে দেখি
সৌন্দর্য্যের অস্পষ্ট দৃশ্যরাজি ক্ষুদ্র দ্রাঘিমায়
প্রিয়হীন অসংখ্য হতভাগ্য মানুষ শালদুধ বনে
বাস্তুভিটা হারিয়ে দিগম্বর হয়ে বসেছে প্রার্থনায়।
আমি অবাক হয়ে দেখি আকাশ পাখি হয়ে গেছে
বর্ণমালার দল তখন বেরিয়েছে মিছিল নিয়ে
লাল ঝিলমিল তাদের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল
আমাদের ধারণ করে নাও তোমাদের হৃদয়ে।

www.pathagar.com

Procession of Alphabets

Perfervid wealth contain in each alphabet
Revered and drooping body of each letter
Alluring their sacred bodies continuously
I forgot my boyhood and youth for ever.

Thereafter I roamed a long impassable way
In order to touch the body of green nature
I noticed hundreds of pallid people losing
Their ancestral abode weeping with pain
They were whispering and praying for rain.

I saw the sky turned into a green bird
Jointly the alphabets started a big procession
Written in a red placard they were holding
"Embrace and put us into your deep heart".

www.pathagar.com

মজার দিন কাটে

সালাম বরকত রফিক কেমন আছো তোমরা
কবরের কালো অন্ধকারে
উপলব্ধির তীব্র বাসনা নিয়ে আমার ভারি
জানতে ইচ্ছে করে।
বাহান্ন সাল থেকে---দু-হাজার দশ
এরমধ্যে কেটে গেছে মোট আঠান্ন বছর
এই সময়ের মধ্যে আমরা সত্তরটি রাজনৈতিক
দলের জন্ম দিয়েছি
প্রয়োজনে আমরা জন্ম দেব আরও দল
কারণ আমরা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসী নতুন সৃষ্টির।
সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র জনগনের গণতন্ত্র
কৃষক শ্রমিকের গণতন্ত্র---এসব শুধু ফাঁকা বুলি নয়
এসব তন্ত্র-মন্ত্র আমরা কষ্ট করে পৌছে দিয়েছি
পনের কোটি মানুষের প্রতিটি দুয়ারে।
এখন আমরা সবাই গণতন্ত্রের সশস্ত্র সৈনিক
উঠেছে উদ্দীপনার একটা জমকালো জোয়ার
টেকনাফ থেকে তেতুঁলিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত
সফল জনসভায় গগন-বিদারী শ্লোগানের মধ্যে
চমকে ওঠে নিদ্রিত সহজ-সরল শিশুরা।

চারদিকে শুধু কাগজের নোটের বিপুল তান্ডব
কদম আলী রাসু শেখ ফটকু মিয়া সবাই কোটিপতি
শুধু প্রত্যাশার আগুন নিয়ে বেড়ালের নরম চোখে
দিবারাত্রি গুমরে কাঁদে কেবল সখিনার দল।

www.pathagar.com

নতুন সৃষ্টির জন্য

যখন আকাশ থেকে সন্ধ্যা নেমে আসে কোমল পায়ে
প্রকৃতি মেলে ধরে হৃদয়ের জানালা
সবুজ নক্ষত্ররাজি নিজস্ব আলো নিয়ে মেলে ধরে দেহ
মনে হয় এক অনুপম কবিতার শরীর রয়েছে দাঁড়িয়ে
আর কবি তাকিয়ে থাকেন গভীর বিস্ময় নিয়ে।

কুয়াশাসিক্ত জ্যোৎস্নার রাতে কেবলই শুনি
ভালবাসার অনন্ত আহ্বান
যখন বৃষ্টির শব্দ ভাসে প্রকৃতির বর্ণময় শরীরে
অথবা তীব্র বেদনায় বিবশ হয়ে যায় মানুষের মন
অনির্মিত স্বপ্নগুলি কবিতার রূপ নিয়ে আসে
আর কবি তাকিয়ে থাকেন গভীর বিস্ময় নিয়ে।

কবিতার যে চরণগুলি লেখা হয়নি এখনো
তার জন্য অপেক্ষা করছেন বিশ্বের সকল কবি
কবিতা প্রেমিকেরা রয়েছেন নিবিড় প্রতীক্ষায়
একটা নতুনতম সৃষ্টি দেখার জন্য
কেবল নতুনের জন্য প্রার্থনায় বসেছেন সবাই।

www.pathagar.com

শান্তির প্রত্যাশায়

অভিশাপ গর্জে ওঠে অনিন্দ্য সুন্দরের মাঝে
বুলেটের প্রজাপতি উড়ে যায় অস্থির যন্ত্রনায়
সভ্যতার শবালয়ে কাঁদে পুষ্পিত অরণ্যভূমি
মুক্তির স্বপ্ন কাঁদে অরক্ষিত নাগরিক সত্ত্বায়।

শান্তি মাথা খুঁড়ে মরে অন্তরীক্ষে রৌদ্রের ছায়ায়
শান্তির অস্থির বাণী বিলাপ করে যন্ত্রনার চোখে
শান্তি চাই শিশুর অধরে সাদা কাফনে ফুটপাতে
একমুঠো শান্তি চাই নতুন সূর্যের প্রথম আলোকে।

তাজা রক্ত শান্তি খোঁজে আমার হৃদয়ের গভীরে
সমুদ্রের অতল নীলে আকাশের উর্ণাভ ছায়ায়
সারা বিশ্ব শান্তি চায় পানকৌড়ির পিবর চোখে
শান্তি চায় সময়ের কোমল শরীর নির্মল আভায়।

www.pathagar.com

প্রকৃতির অহংকার

বৃক্ষ এবং মাটির রয়েছে নিজস্ব পরম অহংকার
ইতিহাসের পাতা ওল্টায় প্রকৃতি বেদনার সুরে
একদা এখানে নদী ছিল
এখানে ছিল খাল বিল
ছিল সবুজ বৃক্ষরাজি
বিস্তীর্ন ভরাট ফসলের ক্ষেত
আর ছিল আনন্দমুখর পাখির কলতান
সবকিছুতে "একদা" লেখা ছিল সৌর ইতিহাসে
এখন চলছে লোডশেডিং রাত্রির বিষন্ন প্রহরে।

নক্ষত্রের সবুজ বুক থেকে অবিরাম রক্তপাতে
জ্বলে ওঠে বিষম বারুদ সৌন্দর্যের পিপাসায়
বিদ্ধ হয় ব্যাথার বুলেট সময়ের কোমল শরীরে
সারাবিশ্ব আজ কালো কুয়াশার অসুস্থ্য পাঠশালা
এখানে শেখার কিছুই নেই মলিন অন্ধকারে।

স্থির হয়ে রয়েছে প্রাণহীন প্রকৃতির কপোল
সময় হলেই গর্জে উঠবে সমুদ্র আর আকাশ
সংহারী রূপে অসহায় মানুষের প্রতিপক্ষ হয়ে
মৃত্যু হাতে নিয়ে কেঁদে উঠবে সবুজ ভুগোল।

www.pathagar.com

মৃত্যুর নিঃশ্বাস

হরিণ হলুদ রোদে তোমাকে দেখেই বুঝেছি
শীতল বাতাস আসে আজ মৃত্যুর নিঃশ্বাসে
ফুটে ওঠে রক্ত কবরীর ঠোটে বিবর্ন হাসি
কি লাভ বলো কোকিলের কণ্ঠ রুদ্ধ করে ?

তুমিতো জানই আমার কবিতা তোমার কপোল
ছুয়ে শীতের সকালে মিষ্টি রোদের কোলে বসে
স্বপ্নের সিড়িতে নাচানাচি করে অলৌকিক আঁধারে
দূরাঞ্চলে সময়ের ট্রেন ক্লান্ত সুরে উচ্চকিত হয়।

আমি জানি প্রেমের কবিতাগুচ্ছ হাতে নিয়ে
খোলা বাতায়ন পাশে বসে আছো শান্ত দুপুরে
চন্দ্রকের সুষমা দিয়ে আঁকা সুনীল চোখে দূর বহুদূর
সোনালী নুপুর পায়ে মৃত্যু আসে ভালবাসার বাসরে।

www.pathagar.com

সবুজের মৃত্যু

মৃত্যু আর জীবনের রক্ত মাংসের নিদ্রামগ্ন ছায়ায়
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে সুন্দরের প্রতীক্ষায় থাকি
জলের গন্ধ নিয়ে জীবন উঠে আসে সমুদ্র হতে
অন্য কেউ বলে ভুল করি আমি স্রোতের কম্পনে।

সবুজ হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের সর্বগ্রাসী লালসায়
ক্রমশ: বৃদ্ধ হয়ে পড়ছে সবুজের বিশাল পৃথিবী
মুখ থুবড়ে পড়বে সে একদিন মৃত জীবের মত
কিছু বোঝার আগেই চলে যাবে গভীর অন্ধকারে।

সুখের পায়রা প্রবল আক্ষেপে ছুটে যায়
আকাশের নীল শরীরে
মায়াবী প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায় তীব্র অভিমানে
কোমল পলিমাটি দিয়ে সাজানো রয়েছে চাঁদের বাসর
নদীর তটভূমি ফর্সা বিকেল স্নান করেছে তীব্র আগুনে।

www.pathagar.com

রহস্যেঘেরা মৃত্যু

একই বৃন্তে আবর্তিত শীত-, মৃত্যুর মত
থমকে দাঁড়ায় চিত্রা হরিণ শব্দহীন বিষাদে
নির্মোহ দৃষ্টিতে যার জীবনের অন্ধ বন্দীশালা
ভালবাসার গভীর দৃষ্টিতে ভাসে অসীমের ছায়া।

এইতো রীতি-নীতি জীবনের কোমল স্নায়ু বেয়ে
শৈশবের দোলনা নীরবে পৌছে যায় এক লাফে
পৃথিবীর মেঘাচ্ছন্ন সিড়িতে অলৌকিক প্রহরে
হাজার আলোক বর্ষ পরে সমুদ্রের অনিন্দ্যলোকে।

এরপর আসে---
অনতিক্রম্য রহস্যে ঘেরা অমোঘ মৃত্যু আসে
সানন্দ চিত্রাবলীতে সাদা দেয়ালগুলি প্লাবিত
করে সে আসে সবুজ জানালায় নিয়তির বেশে।

অসামান্য জীবনের শব্দপুঞ্জের অভিজ্ঞান ছুটে চলে
নির্ধারিত ঠিকানায় বিমূর্ত নি:শব্দ গতির পিছনে
শুধু কবি তখন খুঁজে পান সীমাহীন আবেগে
অনন্য প্রত্যাশার শব্দাবলী সবুজ নক্ষত্রের কাছে।

www.pathagar.com

পাথর সময়

পাথর হয়ে গেছে বুঝি বিশ্বের সময়
খাল-বিল নেই , নদী নেই , খাচ্ছে পাহাড় সবাই
অবিরাম মৃত্যুর স্রোত ছুটে চলে মহাকালের সীমায়।
কোমল মেঘরাশি আর বাতাসের মধ্যে যোগসূত্র নেই
শোকের শবযাত্রা শুরু হয়েছে ধুষর প্রান্তর জুড়ে
বাতাসে ভেসে আসে যন্ত্রনাময় চীৎকারের ধ্বনি
মানুষের সরল হাসি সুদীপ্ত নয় ভোগে হতাশায়
জীবনের সফল জয়ধ্বনি নেই আকাশের হৃদয়ে
সোনালী সকাল কোলাহল তোলেনা প্রেমের প্রভায়।

বৃক্ষের ফুসফুসে নেই বাতাসের প্রশান্ত জোয়ার
নিভে গেছে প্রণয়ের চিহ্ন নক্ষত্রের উজ্জ্বল শরীরে
পাথর হয়ে গেছে মানুষের বিশ্বাস মায়া ভালবাসা
পাখীরা চীৎকার করে ছুটে পালায় গোপন আঁধারে।

রক্তাক্ত হৃদয় বলে----বৃষ্টি চাই
বৃষ্টি চায় খাল-বিল-নদী মানুষের নিদ্রাহীন চোখ
আকাশ থমকে রয়েছে বুকে নিয়ে মেঘের ছায়া
বর্বর আনন্দ ছেড়ে এখন প্রার্থনায় বসেছে সবাই।

www.pathagar.com

বিমর্ষ নদী

অন্ধকার হঠাৎ নির্জনে এসে দাঁড়ায় শীতল মৃত্যুর মত
তার নরম হাতের মুঠোতে রক্তের বন্যা তৃষ্ণার জল নেই
ধুষর বাতাসের বুকে মুখ গুঁজে তাকিয়ে আছে অসুস্থ্য নদী
ধীরে-ধীরে নেমে আসে সন্ত্রাসী শকুন কড়ির পাহাড় বেয়ে।

হিংসার আবেগ নিয়ে সে চক্কর মারে বিষাক্ত জলের উপরে
নদী খুলে দেয় বুকের জানালা ঝকঝকে নীলের আহ্বানে
উড়ন্ত মৃত্যুর মত কাদাখোঁচা পাখী খুঁবলে খায় সুন্দরের বুক
বৃক্ষের বিশ্বাস নেই , প্রকৃতির প্রেম নেই পাখীর কলতানে।

দৈনিক পত্রিকায় পড়লাম চুরি হয়ে যাচ্ছে নদীর পেলব বুক
বিবর্ণ মুখে ঘোমটা টেনে বসে আছে পদ্মা মেঘনা যমুনার চর
নিচে নেমে আসে রৌদ্রের হাত
বেজে ওঠে বিপদের মহা সাইরেন
কেঁদে ফেলে এক ফোঁটা জলের জন্য রাতজাগা পাখী।

www.pathagar.com

পরিশ্রান্ত চেতনায়

নিরন্তর বসবাস করি চেপে ধরা এক কষ্টের অধীনে
অনুত্তেজিত অবসন্ন জ্বালা যখন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে
এই অভিব্যক্তিকে আমি অনুভব করি বেদনার টানে।
সম্মুখে রয়েছে অফুরন্ত পথ
জাগে হতাশা যাত্রার শুরুতেই আমার পরিশ্রান্ত বুকে
কিছুই বুঝিনা আমি
মনে হয় নীহারিকায় এক অপার্থিব অনুভূতির রহস্য
আচ্ছন্ন করে দিতে চায় আমার চেতনাকে ।

চন্দ্রকলা নাচের পরিমিত গন্ধ
এই রহস্যের মধ্যেই উঁকি দেয় অনন্ত বেলায়
অতি মৃদু-মন্দ তার গতির সীমা
কিন্তু চোখের পলকে পড়ে সুষম ছন্দ।
ধীরে ধীরে দেহে সঞ্চারিত হয় জ্যোৎস্নার আলো
অবশেষে সেই অপার্থিব সৌন্দর্যের আবেশে
নতুন রূপে সৃষ্টি হয় পূর্ণিমার মোহনীয় সন্ধ্যা।

www.pathagar.com

বৃক্ষরাজির কাছে প্রার্থনা

আলোর মশাল হাতে একটা শুভ দিনের আশায়
আমি চলে যেতে চাই মানচিত্রের অনেক গভীরে
পাহাড়ের লাল উপত্যাকা পেরিয়ে অন্য কোন গ্রহে
নতুন আশা নিয়ে আবার শৈশবে ফিরে যেতে চাই
খুঁজে পেতে চাই একটা শুভ দিন নান্দনিক প্রত্যাশ্যায়।

চারদিকে ডাকাতি বোমাবাজি হত্যা অস্ত্রের অবৈধ ধ্বনি
বেদনার বিষে ভরা বলাৎকার ধর্ষনের নিত্যকার ছবি
অলস তরল সন্ধ্যায় দাঁড়ানো অসহায় পতিতার দল
শরীরের কদর্য ময়লা জমিয়ে হারিয়ে যায় রাত্রির গভীরে।

মৃতপ্রায় বৃক্ষরাজির কাছে প্রার্থনা করি নতুন সঙ্গীত
শুনতে চাই জীবনের মূল কথা কোমল বাতাসের কাছে
নদীর কলতান পাখীর কণ্ঠস্বর আর দোয়েলের শীষ
বিশ্বের ঘন্টাধ্বনি বাজে গভীর হৃদয়ে নিসর্গ দেয়ালে।

শুধু একটা শুভ দিন চাই আপনাদের সবার কাছে
আমার আর কিছু চাওয়ার নেই এই সূর্যাস্ত সময়ে।

www.pathagar.com

কিছুই দেবার নেই

আমি বিষাদের হাল ধরে খুঁজে বেড়াই অভিন্ন হৃদয়
ফুলে গন্ধে ভরা নক্ষত্রের নরম কোলে রয়েছে শুয়ে
রোদে পোড়া ক্লান্ত দেহ মৃত্যুর ঠিকানা এড়িয়ে
গিলে খায় নিষ্ঠুর বিস্মৃতি অশ্রুসিক্ত আত্মা
আমার কিছুই দেবার নেই
অতলান্ত জীবনের সমস্ত সোনাদানা দিয়েছি বিলিয়ে।

এখন বৃক্ষরাজি বধির হয়ে গেছে
সর্বদা বয়ে যায় বিষাক্ত বাতাস
মরে গেছে যুবতী নদ-নদীর বুক
দেখি শুধু ক্ষুধার্ত পাখীদের মুখ
জানিনা এই অর্ধ জীবন নিয়ে আমি কোথায় লুকাবো।

এখন আর কিছুই দেবার নেই ডুবে আছি সাদা বালুচরে
রিক্তহাতে ফিরে যেতে চাই কবরের গভীর অন্ধকারে।

==========

কবিতাটি ড. হারুন রশিদ সাহেবকে উৎসর্গ করা হলো।

==========

www.pathagar.com

কবিতায় অনন্য মাদকতা

প্রেমিক নারী পুরুষ একটা ভাল কবিতার জন্য
উন্মাদ হয়ে ওঠে প্রবল আবেগে
তারপর সেই কবিতার খোঁজে মুগ্ধতার ঘোরে
ছুটে চলে এক পাঠাগার থেকে অন্য পাঠাগারে।

একটা ভাল কবিতা যেন অপরূপা এক কুসুম কুমারী
তার কোমল দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়ে অনন্য মাদকতা
তার কৃষ্ণকালো চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে নক্ষত্রের হাসি।

একটা ভাল কবিতা যেন বনলতা সেন জ্যোৎস্নার নীড়ে
ঘুরে বেড়ায় প্রকৃতির সাথে সবুজ প্রান্তরে
কিছু-কিছু অসামান্য শব্দরাশি দিয়ে সাজানো তার শরীর
সেই অপার সৌন্দর্য দেখে ভেঙ্গে যায় ধ্যান মুগ্ধ মনীষীর।

www.pathagar.com

বিমুগ্ধ বীণার তরঙ্গ

প্রভাচ্ছন্ন বীণা ঝংকৃত হয় আকাশের সীমানায়
স্তব্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ করে প্রকৃতি আকাশ-বাতাস
কেমন এক অপরূপ মোহময় সুরের সম্ভার
দূর-দূরান্তরে কোমল নিলয়ে ছড়িয়ে পড়ছে
সবুজ প্রকৃতির চোখে ফোঁটে বিমুগ্ধ বিস্ময়।

অলস ভঙ্গীতে চোখ মেলে ভোরের আলো
দীর্ঘ গিরিপথের সুচারু মাথায়
আকাশের বুকে ভাসে জোরালো বাতাস
তার ভাষা ভিন্নতর বালুময় পাথুরে এলাকায়
যেমনি রুক্ষ তেমনি ধারালো
অদ্ভুত একটা হাহাকার ধ্বনি উঠে আসে
পাহাড়ের হৃদয় হতে
মনে হয় অতৃপ্ত কোন আত্মার করুণ বিলাপ।

ঝংকৃত বীণার সুর বিশাল তরঙ্গের রূপ নিয়ে
ভাসিয়ে নিয়ে যায় সকল আক্ষেপ হাহাকার।

==========

আমার ছোট বোন দীনাকে উৎসর্গ করা হলো

==========

www.pathagar.com

বৃষ্টির কোমল সুরে

আমার রয়েছে যৌবনবতী ফলজ বাগান খনজনপুরে
সেই বাগানে হেঁটেছি মধ্য দুপুরে
বাতাসে ভেসে-ভেসে যায় সাদা মেঘের দল
শুয়ে রয়েছে ক্লান্ত হয়ে সবুজ ঘাস ফড়িং
ঝাপসা কুয়াশা ঝাপ্টা মারে ভোরের শরীরে।

আমার নিঝুম শরীরে লাগে রূপালী ঝংকার
এই শরীর বৃষ্টি চায়
জ্যোৎস্নার আলো চায়
আকাশের স্বপ্ন চায়
সমুদ্র সংঘাতে উষ্ণতা চায় এই অবসন্ন শরীর।

এই সৌর রোদে দাঁড়িয়ে বলি চীৎকার করে
কেটে যাক অভিশপ্ত নির্বাক দিনলিপি
ঝলসে উঠুক রূপালী চাঁদের কোমল হৃদয়
বৃক্ষেরা সবুজ হয়ে উঠুক বৃষ্টির কোমল সুরে।

www.pathagar.com

সাজানো জীবন

পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে যায় বিকেলের আলো
কোমল অন্ধকার নেমে আসে সবুজ প্রান্তরে
মৃগনাভির গন্ধে ভরা বসন্তের মৌসুমি রাতে
অলৌকিক কিছু ছবি দেখি বিমুগ্ধ চোখে
হৃদয়ের অতলতা ছুঁয়ে যায় অপার বিস্ময়ে।

নক্ষত্রের শরীরের আভা নিয়ে উড়ে যায় মেঘ
গভীর স্বপ্নের সাদা নদী নিরন্তর চলেছে বয়ে
বিশাল আকাশের রূপালী শষ্যের ভেতর
বিকেলের আলো আসে অবাক বিস্ময়ে।
জোনাকীর নিলয় আভা ছাড়া কাঁদে শুকতারা
অবিরাম চলে তারা অনন্তের অতল পথ ধরে
সাদা জ্যোৎস্নার জলে অনন্ত জীবন সাজিয়ে।

www.pathagar.com

মৃত্যু এবং কবিতা

আবেগ অদৃশ্য এক অসামান্য অনুভূতির সুবর্ণরেখা
বসবাস তার মানুষের কোমল হৃদয়ের একান্ত গভীরে
ঘন কালো মেঘে ঢাকা নক্ষত্রলোক হতে ছুটে আসে
সেই অদৃশ্য সুর তাতে রয়েছে মাটির মদির গন্ধ।

সিন্দুকে ভরা সুরের আবেগ বেরিয়ে আসে সেই সাথে
সব নৈসর্গিক রহস্য লুকিয়ে থাকে মানুষের হৃদয়ে
প্রজাপতির ভাষাভরা দু-চোখে সেই রহস্যের আলোতে
ভেসে ওঠে ভালবাসার নির্মল কবিতা সবুজের ছায়ায়।

তারপর মৃত্যু আসে লাল দিগন্তে সময়ের অমোঘ টানে
দেহের অনুপরমানু প্রতি কোষকে শীতল করে তোলে
তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মাটির এই দেহ ভিজে ওঠে শিশিরে
এক অদৃশ্য ভোর সংসারের সকল ভালবাসার ওপারে
ধীরে-ধীরে চোখ খোলে ঠুকরে খেয়ে ফেলে সকল স্মৃতি
ছিনিয়ে নিয়ে যায় জীবনের সকল উজ্জ্বলতা অলস নিদ্রা।

www.pathagar.com

সুর ওঠে হৃদয়ে

এপারে মানুষের জীবন তো একটাই আর কিছু নেই
তারপর বসবাস সময়বিহীন রাজ্যের ঠিকানায়
এই জীবনের মাঝে ডেকে যায় কত রাতজাগা পাখী
হাজারো মুখ দেখি স্মৃতিভ্রষ্ট স্বপ্ন বসন্ত দোলনায়
এক লুব্ধ নিবিড়তা খুঁজে ফেরে প্রাণপ্রিয় সখী।

স্বপ্ন দেখি জীবনভর দাঁড়িয়ে আছি একটা বৃক্ষের মত
মুগ্ধতার ক্ষিধে নিয়ে অপেক্ষায় থাকি ধুসর প্রান্তরে
কোন কিছুই মিথ্যে নয় এই অনিন্দ্য জীবনে
সমুদ্রের সুর ঢেউ তোলে হৃদয়ের গভীরে
বন্ধ দুয়ার খুলে দেখি শুয়ে আছে রক্তাক্ত অভিমান।

অজস্র শব্দের শিশুরা খেলা করে বাসন্তী শরীরে
উড়ন্ত পাখীর উজ্জ্বল চোখ নিয়ে দেখি অপূর্ণ জীবন
তারপর ব্যর্থতার ইতিহাস হয়ে
রুদ্ধশ্বাস প্রার্থনার শেষে চলে যাব মৃত্যুর গহ্বরে ।

www.pathagar.com

অরণ্যের যন্ত্রনা

আলোর সাথে শুরু হয়েছে অনন্তের কৌশলী অভিসার
শরীরে রোপিত হয়না ভালবাসার গান লৌকিক পার্বনে
কষ্টের প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে নিত্য নতুন মুখ
যখন জীবন উৎসর্গিত হয় কবিতার নিসর্গ নির্মানে।

অক্ষয় হলুদ স্বপ্নে পাখীর চোখ খোঁজে জীবনের সুখ
মরুভূমির বিশাল মূর্তি ভেঙ্গে পড়ে জন্মের আহ্বানে
সুখ-দু:খ ঘুমিয়ে পড়েছে দেখা হয়না দুজনে-দুজনার
বৃক্ষের ডানায় ভাসে অরণ্য সংগীত আলোর নির্জনে।

অনুচ্চারিত শব্দমালা নিয়ে ভেসে থাকে শুধু যন্ত্রনার মেঘ
পৃথিবীর ভীড়ে হারিয়ে গেছে প্রজাপতির রঙ্গীন আবেগ।

www.pathagar.com

আভার জন্য কবিতা

গভীর রাতে দেখি কুয়াশা জমেছে জানালার কাঁচে
মনে হলো জানালার ওপাশে কিছু উড়ছে
চেনা না গেলেও বুঝতে পারলাম প্রজাপতির দল।
কেন জানি আমার সবকিছু নেশার মত লাগে
ভালবাসার কবিতার ছন্দ ঘোরে মোহনীয় আবেগে
যে কবিতা পড়ার জন্য রক্ত জমে তোমার বুকে
আমি সেই একান্ত কবিতা লিখবো বলে তাকিয়ে থাকি
শীতল স্তব্ধ বাতাসের দিকে।

এখনো চাঁদ মুখ লুকায়নি ঝুলে আছে আকাশের কোলে
তার শরীর থেকে ঝরে পড়ছে আলোকের রূপোর আভা
জমে রয়েছে না-বলা কথাগুলি ক্লান্ত জলে বুকের গভীরে
সেইসব কথাগুলি বলার এখনই সময় মুখোমুখী বসে ।

তোমার নিটোল চিবুক উচু করে তাকাও আকাশের দিকে
দুই ঠোঁটে টেনে আনো মোহনীয় সৌন্দর্যের হাসি
সাদা পরীর দল কলরব তোলে অপরূপ সাজে
এই বিশাল সমুদ্র এখনো তোমারই রয়েছে
আমি দু-হাতে তুলে এনেছি তোমার জন্য বিশাল আকাশ।

www.pathagar.com

স্বপ্ন তরুণী

সবুজ উদ্যানে দাঁড়িয়েছিল সে এক মুগ্ধ ভঙ্গীমায়
প্রস্ফুটিত গোলাপের কোমল গন্ধ জড়ানো শরীরে
মনে হয় সদ্য নেমে এসেছে পরীর দেশ থেকে
নতুন বনলতা সেন অপরূপা এই স্বপ্ন তরুণী ।
দূর হতে তাকে দেখে সহসা থমকে দাঁড়ালেন
পথচলা আপনভোলা এক অবাক বিস্মিত কবি
সারা দেহ জড়িত অভূতপূর্ব পুষ্পিত স্বর্ণ সম্ভারে
মনে হলো মনলোভা তরুণী বুঝি পূর্ণিমার ছবি।

অপূর্ব সব পাখিরা চারদিকে সবুজ বৃক্ষের শাখায়
তরুণীকে দেখে অনিন্দ্য আনন্দে তোলে কলরব
তারা কোমল সুরে পরিবেশন করে বিমুগ্ধ সঙ্গীত
অবাক হয়ে দেখলেন কবি কোমল স্বপ্নের আভায়
প্রজাপতির দল আনন্দধারায় শিল্পের ধারাপাত নিয়ে
ক্লান্তিহীন সৌরভে তরুণীকে নিয়ে মেতেছে খেলায়।

আকাশের স্বপ্ন খেলা করে তার পটলচেরা সলজ্জ চোখে
মেঘ কালো কেশগুচ্ছ উড়ছে পথহারা কোকিলের মত
সুডোল চিবুকে ফুঁটে রয়েছে এক টুকরো রহস্যময় হাসি
চিবুকে কোমল জ্যোৎস্নার স্পর্শ রক্তলাল করে তুলেছে
কবির তৃষিত চোখের নদী ভরে ওঠে বোধের শিশিরে।

www.pathagar.com

সুন্দরের প্রতীক্ষায়

শুরু হবে হৃদয়ের উৎসব প্রথম বর্ষনের নীল জলে
ঢেউ এসে ভাংতে পারেনা মাটির কঠিন শরীর
বৃষ্টি তবু আসেনা থমকে রয়েছে আকাশের কোলে
মৃত্যুর শীতল গুহায় থমকে রয়েছে মানুষের জীবন।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে বসে সুন্দরের প্রতীক্ষায় থাকি
জলের গন্ধ নিয়ে জীবন উঠে আসবে সমুদ্র হতে
বিরল উদ্যানে রূপালী ঝংকার নিয়ে সাদা জ্যোৎস্নায়
ফলবতী বৃক্ষ নয় , জেগে ওঠে বিশাল কাঁচের বাড়ি।

জন্মচিহ্নের সুখ প্রবল আক্ষেপে আকাশের নীল শরীরে
মায়াবী প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায় দূরে তীব্র অভিমানে
কোমল পলিমাটি দিয়ে সাজানো রয়েছে পৃথিবীর বুক
নদীর রেখায় ফর্সা বিকেল স্নান করে তীব্র আগুনে।

www.pathagar.com

অনিন্দ্য চন্দ্রিমা ভোরে

যখন তোমার সাথে দেখা হলো জীবনের ছায়ায়
আমার মুঠোতে ধরা ছিল আকাশের নীল
একাকী তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে জ্যোৎস্নার আড়ালে
তোমার শাণিত গ্রীবা প্লাবিত ছিল চাঁদের আভায়
হঠাৎ আমায় দেখে প্রতিমার মত গভীর বিস্ময়ে
তোমার দু-চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠলো অতল সমুদ্র।

তুমি কি সেই মেয়ে যাকে আমি খুঁজছি এই মুগ্ধ সন্ধ্যায়
আমি স্বপ্নে দেখেছি তারে আকাশের ঘুমন্ত ডানায়
জন্ম-জন্মান্তরে হাজার বছর ধরে।

শুধু তোমার জন্য গুহাবাসী হয়ে আছি হরিণের সাথে
তুমি এলেই ঘাসফুল তুলে দেব তোমার নরম হাতে
অথবা সমুদ্রের শাশ্বত সঙ্গীত
চোখের পল্লবে একে দেব আকাশের যত ভালবাসা
ধরে ফেল জোনাকীর আভা পেলব হাত বাড়িয়ে
মায়াবী ছায়া পড়বে নির্জন গভীরে হতাশা ছাড়িয়ে।

www.pathagar.com

অপেক্ষায় থাকি

মৃত্যুর প্রহর গুণে ঝর্ণার শব্দ নিয়ে থাকি অপেক্ষায়
স্নান করে জ্যোৎস্নার জলে
জীবনের সকল ব্যর্থতা নিয়ে
কবিতার কোমল গন্ধ নিয়ে আমি বসি প্রার্থনায়।

আমার পরিচয় কি
সাথে পরিচয়পত্র নেই
জিজ্ঞাসিত হলে বাঁকা হাসি নিয়ে পুলিশও বলে
"আনন্দ আঁধারে ঘুরছেন যত্রতত্র
কার জন্য অপেক্ষা করছেন স্যার ?"
শরীরের সকল নির্জনতা ফেলে দিয়ে ঝড় তুলি
অনিন্দ্য শব্দে দোলে জলাশয় মাঠ নিপূণ কৌশলে।

তবু আমি অপেক্ষায় থাকি
তুচ্ছ কৌতুহলী একটা জিজ্ঞাসার জন্য
কে আমি, কি আমার পরিচয়
কোথা থেকে এসেছি---যাব এখন কোথায় ?
বিরক্তিকর জটিল জীবনবোধ থেকে ছুটি চাই
মুক্তির লক্ষ্যে ঘন্টার শব্দের জন্য অপেক্ষা করি
ক্লান্ত শরীর নিয়ে জেগে থাকি
অনিবার্য মৃত্যুর গুহায়।

www.pathagar.com

অসমাপ্ত শূণ্য জীবন

চেতনার প্রখরতা নেই ক্ষুধা আর তৃষ্ণায়
শিকড়ের গভীরে অনুভূতির গন্ধ নেই
কুয়াশা মাখা শীত জড়িয়ে ধরে সমস্ত শরীর
কিভাবে বাঁচবো আমি আর কতকাল ?

যে যার সুবিধা মত দূরে গিয়ে গেড়েছে শিকড়
দীর্ঘ শূণ্যতার পরে সোনার চিবুকে যার
ফুঁটে উঠতো শ্বেত শুভ্র স্বেদবিন্দু মোমের আলোয়
সেও ছেড়ে গেছে আমাকে বহুকাল আগে।

অতুল সৈকতে নেই ফুটন্ত যৌবন
প্রবাহিত স্রোতের সাথে উঠে আসে তীব্র নীল বিষ
জীবিত থেকেও অনুভব করি মৃত্যুর শীতল ছায়া
সর্বদা ঘিরে রেখেছে এই অসমাপ্ত শূণ্য জীবন।

www.pathagar.com

সমুদ্রের অনন্ত গভীরে

মনে হয় অপেক্ষার ভাষা নিয়ে ভেজা অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে আছেন কেউ সীতার সৌন্দর্য নিয়ে
নিরানন্দ আশা নিয়ে ক্লান্ত রাতের শেষ প্রহরে
নি:সঙ্গ রঙ্গীন প্রজাপতি খোঁজে শুধু ভালবাসা
ঢুকে পড়ে বাতাসের শিরার ভেতরে।

সুখের সন্ধানে অবিরাম হেঁটেছি কবিতার পথে
একশো বছর নিদ্রার শেষে স্বাস্থ্যবতী গাছের ছায়ায়
মেঘের দুহাত ধরে খেলেছি অনন্তকাল প্রকৃতির সাথে
সৃষ্টির কারুকাজ নিয়ে বৃষ্টি নেমে আসে সঠিক সময়ে।

হাতে আর মোটেই সময় নেই
আমি যেতে চাই এক অতিন্দ্রীয় আলোকে চড়ে
স্পর্শের অতীত বিশাল সমুদ্রের কাছে।
বাতাসের কংকাল এসেছে রহস্যময় মৃত্যুর গন্ধ নিয়ে
স্বপ্নের মায়াজাল মুখে নিয়ে ঝুলে আছে অষ্টমীর চাঁদ
ভিজে চুল আর কুয়াশা নিয়ে শুয়ে আছে ক্লান্ত পৃথিবী
নিদ্রাযুগ পেরিয়ে যেতে চাই সমুদ্রের অনন্ত গভীরে।

www.pathagar.com

অর্থহীন রাত

এখন সব রাত্রি শেষ হয়না রাত্রির শরীরে
আকুল পিপাসা নিয়ে চলে যায় ঘোর অন্ধকারে
সেখানে শান্তির প্রলেপ নেই প্রেমের উচ্ছাস নেই
বাউলের সঙ্গীত নেই আকাশের গন্ধ নেই
বৃক্ষ ছায়াতলে।

এখন রাত্রি আসে মাংসের লোভে সন্ত্রাসী সময়ে
রাত্রি আসে বিষন্ন হলুদ হাত নিয়ে গাঢ় অন্ধকারে
রাত্রির সাথে বিভ্রম আসে ছুটে আসে কুকুরের দল
নদী কাঁদে সারারাত কুয়াশার বিছানায়
সব বেদনা ভুলে বাতাসের চোখ থমকে দাঁড়ায়।

শব্দহীন অথৈ পাতালে মোমের আলোতে কবিতার ছবি
বিচ্ছেদের বেদনা ফুল হয়ে শুয়ে থাকে খড়ের বিছানায়
চমৎকার ঘুমের অরণ্য তুলে ধরে কোমল নিঃশ্বাস
নীরব আকাশ নিজেকে লুকিয়ে ফেলে লজ্জার গুহায়।

www.pathagar.com

যেতে চাই নক্ষত্রলোকে

নিদ্রা জাগরণে মেঘলোকে যেতে চাই নক্ষত্রের আলোতে
দেখতে চাই প্রাণবন্ত জলছবি নিরুপম উত্তাল জোয়ার
সিড়িতে পাথর ভেঙ্গে ভুল পথে উত্তাল হয় রক্তের নদী
বিস্মৃতির পথে নেমে আসে শরীর বিহীন আদিম অন্ধকার।

নিদ্রাহীন রাত কেটে ফেলে কমিয়ে আনি আয়ুর সীমানা
চেনা বিশ্বকে নতুন মনে হয় একটা সুন্দর স্নানের পর
নি:শব্দ কংকালের উপরে কৃষিকলার কৌশলের ছায়া
আমি গভীরভাবে স্পর্শ করি অনন্ত মৃত্যুর শীতল শরীর।

যেতে চাই সুদূর নক্ষত্রলোকে দেখতে চাই অনন্ত সূর্যোদয়
কিছুই হলোনা অন্ধকার দুলে উঠে কবরের প্রথম দরজায়।

www.pathagar.com

চাষাবাদ

আজকাল মানুষের সুখ-দু:খ নিয়ে চাষাবাদ করি
যদিও বৃষ্টি বালকেরা তেমন আর খেলা করেনা
দরজার সবুজ পর্দা দুলে ওঠে ঘুম-ঘুম রোদে
উত্তাল জলধ্বনি আছড়ে পড়ে শ্রাবণের নরম বুকে।

বিষন্ন সময় লাফিয়ে চলে গেছে গভীর অরণ্যে
গাছের সবুজে লুকিয়ে আছে পরীর জাতক যন্ত্রনা
হতাশা দু-হাতে তুলে ধরে দু:খের বিশাল পাহাড়
মেঘের আঘাতে আছড়ে পড়ে মৌসুমী খেলোয়াড়।

গভীর অন্বেষন হাতছানি দেয় কালো চোখের মাঝে
পারমানবিক শব্দ সান্তনা খোঁজে মাধুরীর নাচঘরে
দু-কোটি নক্ষত্রের স্বপ্ন এখন আবার জন্ম নিতে চায়
মিছিলের প্রাণ উদ্দীপ্ত উৎস খোঁজে প্রখর রোদ্দুরে।

www.pathagar.com

প্রতিশোধ

সারাদিনের রক্তাক্ত কদর্য কোলাহল শেষে
ক্লান্ত শহর এখন পড়েছে ঘুমিয়ে
সজীব বৃক্ষের পাতাগুলি আদিম ঝড়ের রাতে
ঝরে পড়ে অবিরাম প্রবল জ্বরের প্রকোপে
এই গ্রহের সামনে পেছনে নেই বৃক্ষের বাগান
তীব্র অভিমানে শুকিয়ে গেছে খাল বিল নদীর জল
এখন বাতাসের রাজ্যে থেমে গেছে সকল সঙ্গীত।

সূর্যের তীব্র তাপ মৃত্যুর ছোবল মারে মানুষের শরীরে
ঝড়ের তান্ডবে মৃত্যুর উল্লাস নিয়ে উথলে ওঠে সমুদ্রের বুক
ভাসিয়ে নিয়ে যায় ঘরবাড়ি অসহায় মানুষ ফসলের ক্ষেত
মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে হিংস্র হয়ে ওঠে ধুসর প্রকৃতি।

তাদের হাতে-পায়ে পরিয়ে দেয়া হয় লোহার শেকল
কফিনে ঢুকে পড়ে সকল সভ্যতার আলো বনের ভেতর
আত্ম অনুসন্ধানে মৃত্যু তাড়িত অসহায় মানুষের দল
তাদের রক্তাক্ত বুক চিরে ভেসে আসে অপার্থিব চীৎকার।

www.pathagar.com

এক অমর কবিকে

জোনাকীর বিমুগ্ধ আভা চোখ মেলে খোলা অন্ধকারে
গোলাপের কোমল শরীরে
স্বপ্নেরা আসে গুটি-গুটি পথশ্রান্ত সুনীল আকাশ হতে
অব্যক্ত ধ্বনির খন্ড-খন্ড মেঘ আসে সাবলীল নীরবে
কবিতার শব্দমালা নিমেষে চলে আসে কবির দুয়ারে।

উদভ্রান্ত কবি ভাবেন ,ভালবাসার ধন কে গভীর আবেগের
গ্রামের মেঠোপথ ,জায়া-সন্তান, নাকি ঈশ্বর
হৃদয়ের তলদেশ হতে উৎসারিত নিরবধি গভীর আনন্দের
ঢেউ তোলে রাতুল অধরে, স্বপ্নের বেদীতে উজ্জ্বল ভাস্বর।

তুমিতো সেই কবি বেদনার বাতায়ন খুলে
তাকাও সীমাহীন আকাশের নীল বৃক্ষ চূড়ায়
গভীর বেদনা দিয়ে রচিত শব্দের সবুজ প্রান্তর
ধুলোতে ধুঁপের গন্ধ সৃষ্টির জিজ্ঞাসা নিয়ে
রাত্রির কোমল শরীরের নিচে শিলালিপি ভাসে
তুমিতো সেই কবি প্রকৃতির অনন্ত প্রহরী
শিশিরের গন্ধে ভরা দেখি তোমার বিহ্বল চাহুনি
ছড়িয়ে পড়ে ডাহুক ডাকা ভোরের কোমল বাতাসে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার অর্থ কি

কে জানে স্বাধীনতার অর্থ কি
নাম গোত্রহীন অপরিচিত অশুদ্ধ নামাবলী গায়ে
স্বাদহীন বর্নহীন দুপুরের তীব্র রোদের মত
এক অর্বাচীন অথর্ব শব্দ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
আধুনিক সভ্যতার জীবনহীন কঠিন ফুটপাতে।
একটি শব্দের জন্য ঘুরেছি শাশ্বত ধ্বনির পুঞ্জে
কবরে বীণার সুরে ফুটপাতে বিজন উপত্যাকায়
খুঁজেছি হন্যে হয়ে সবুজ অরণ্যে বুকের ভেতর
এক চামচ গভীর যন্ত্রনা নিয়ে দীর্ঘ চল্লিশটি বছর।

স্বাধীনতা মানে সযত্নে সত্যকে পরিহার করা
স্বাধীনতা মানে আত্মার সৌন্দর্যকে নিপীড়ন করা
স্বাধীনতা মানে শিল্পকলা ভবনে বিচিত্র সেমিনার
স্বাধীনতা মানে কয়েদীদের একবেলা বিলাসী আহার।

স্বাধীনতা মানে ঘেরা চত্বরে বৈকালিক আপ্যায়ন
স্বাধীনতা মানে টিভির পর্দায় একদিনের বন্দী জীবন
স্বাধীনতা কথা বলে শুনি বিচিত্র সুরে রাতের প্রলাপ
সুবর্ন নগরীর জীবনের লাল রক্তে উদাসী সংলাপ।

www.pathagar.com

উৎসবের মোহনায়

একটু পাটভাঙ্গা উষ্ণতা আদর সোহাগ চাই
এই স্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দেব ক্ষুদ্র এই জীবন
বাতাসের অবিরাম শব্দ বাজে হৃদয়ের গভীরে
সংঘাত এড়িয়ে চলি ঐন্দ্রজালিক জীবনের পথে
কোন কিছুই অনবদ্য লাগেনা নদীর রূপালী তীরে
দিগভ্রান্ত যন্ত্রনার জলোচ্ছ্বাস নামে চৈত্রের দুপুরে।

মহাবিশ্বের খন্ড-খন্ড বোধ থেকে বেরিয়ে আসে
আলোকের স্রোত সীমাহীন এক রহস্যময় উষ্ণতায়
আমি অপেক্ষায় থাকি অন্তরে গভীর স্পন্দন নিয়ে
স্নাত হয়ে উঠি ক্রমাগত সুতীব্র উৎসবের মোহনায়।

www.pathagar.com

জীবনের প্রার্থনা

আকাশে ঝুলে আছে বিবর্ণ চাঁদ শুচি শুদ্ধতায়
হাজার বছর ধরে গভীর অভিমানে বদ্ধ খাঁচায়
জীবনের ভালবাসা ভেসে যায় জীবনের স্রোতে
বিশ্বের পথে বেরিয়ে পড়ার এখনই শ্রেষ্ঠ সময়
সূর্যমুখী ধুপের শরীর হয়ে ওঠে কবিতার মন
জলের প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে নতুন জীবন।

সংগ্রামী সময়ের স্রোতে বসে আছে শিশু চিকিৎসক
হাতে তার সূর্যের তরবারী অগ্নিভুক আদিম মুদ্রায়
ক্রুদ্ধ যুবকের দল হেঁটে যায় শীতল ফুটপাত ধরে
জ্যোৎস্নার বাহুমূলে বিজয়ী জীবন থমকে দাঁড়ায়।

শষ্যের বুকের ভেতর চিনির কুসুম ফোঁটে প্রদীপের নিচে
মানুষের লোভ বাড়ে তিমির অন্ধকারে সুতীব্র উত্তাপে
কবিতার জীবন এসে উঁকি মারে খোলা জানালায়
ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে অনন্ত ইতিহাস হয়ে
মানুষের প্রার্থনার নি:শ্বাসে অতল সীমানায়।

www.pathagar.com

তুলে নেব সমুদ্রকে

শুধুমাত্র হিংস্র শীকারীর থাকে লোমশ কালো হাত
বাড়িওনা স্পর্ধার চোখ মহা সমুদ্রের দিকে
ঘরের দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে আধ ফালি চাঁদ
জানিনা হেঁটে এসে ধরা দেবে গরম মুঠিতে
সময়ের ভগ্নাংশ বসে আছে ফাল্গুনের নরম বুকে
সবকিছু ঢেউ তোলে টিয়ার অবাক কালো চোখে।

আকাশকে কোলে নিয়ে বসে আছে বিশাল সমুদ্র
সূর্যের গন্ধ নিয়ে এবার শুধু অপেক্ষার পালা
প্রস্তুতির প্রসন্ন সময় বয়ে যায় হলুদ রোদের ছায়ায়।

নক্ষত্রের সৌন্দর্য নিয়ে হেঁটে এসো পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
তোমাকে দেখেই পাথরগুলি নিমেষে সোনা হয়ে যায়
হৃদয়ের কষ্টগুলিকে তুলে রাখো কষ্টি পাথরের বুকে
শুধু তুমি এলেই সমুদ্রকে তুলে নেব হাতের মুঠোয়।

www.pathagar.com

সময়ের মুখ

বৃষ্টি বললো, এখন আসতে পারি ? আমি বললাম এসো
এরপর মুসলধারে বৃষ্টি এলো কালো আকাশ ভেঙ্গে
দুকুল ছাপিয়ে রাস্তাঘাট বন্দর শ্যামল সবুজ প্রান্তর
কোমল আলোয় ঘেরা একমাত্র চাঁদ বিস্ময়ের ঘর।

ভালবাসার গন্ধ নিয়ে বৃষ্টি ছিল কাল সারারাত
নদীর নগ্ন বক্ষ হতে জেগে ওঠে বিশাল কাঁচের শহর
নতুন শব্দের ড়ানা মেলে বৃষ্টি শুয়েছে একাকী শয্যায়
বৃষ্টি আর কবিতার ধ্বনি মিলে-মিশে এক হয়ে যায়।

আকাশের কোমল কোল ছুঁয়ে নেমে আসে হৈমন্ত সুর
ছুঁয়ে দেখ আঙ্গুলের মাথায় শুয়ে আছে পৃথিবীর বুক
নিদ্রার পাতাল সিড়িতে হেঁটে যায় বিকেলের রোদ
বৃষ্টির ভালবাসায় আবেগে জড়িয়ে ধরে সময়ের মুখ।

www.pathagar.com

তিনটি কবিতা

জোনাকীর ছায়ায়

উড়ে গেছে নক্ষত্রলোকে যন্ত্রনার নীল পাখীরা
বিশ্বাসের গোলাপগুলি আর দীপ্যমান নয়
প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে আলোর মিছিল
আমি যেতে চাই সেই লক্ষ্যে আকাশের ছায়ায়।

তোমাকে খুঁজি

কখনো কখনো দীপ্তমান স্বপ্নের দল আসে
তারা আমাকে প্রতিনিয়ত অর্বাচীন প্রশ্ন করে
মনে হয় আমি বাতাসের বুকে মুখ রেখে
তোমাকেই খুঁজে ফিরি আমার ভেতরে।

কাফন

দীর্ঘ বিলম্বের পর সেই এলেই যখন
মনে হয় এক হাজার আলোক বর্ষ পরে
আমি এখন শুয়ে আছি শুভ্র কফিনে
কি হারিয়েছ তুমি নিজেও জানোনা।

www.pathagar.com

হৃদয়ের সন্ধানে

হৃদয় শব্দের অর্থ কি , থাকে কোন খানে
হৃদয় থাকে বুঝি মানুষের বুকের গভীরে
আমি হন্যে হয়ে খুঁজে মরি সমুদ্র পাহাড়ে
বনে-বিহনে বৃক্ষের পাতায় সবুজ প্রান্তরে।

তীব্র নেশায় আচ্ছন্ন মাটির শরীর হৃদয়ের সন্ধানে
বেদনাহত মুখ মাথা খুঁড়ে মরে অদম্য চীৎকারে
প্রদীপের নিচে প্রার্থনায় বসেছে নীরব কবিতা
ধ্বনির খন্ডিত সময়ে ঝড় তোলে জীবনের গভীরে।

সবাই তাড়িয়ে ফেরে যাতাকলে কবিতার হৃদয়
প্রাণের মশালে রক্তের ক্ষরণ অলীক আয়োজনে
খেলা করে আলোর শিশুরা মানচিত্রের সবুজ ক্ষেতে
গভীর অভিমানে হৃদয় চলে যায় নিজস্ব প্রয়োজনে।

হৃদয় থাকে বুঝি জোনাকীর কোমল আভাতে
কুয়াশার বুকে গোলাপের পাতায় কোমল শিশিরে
দীর্ঘ রাতের শেষে হৃদয় বাসা বাঁধে মনের মুকুরে।

www.pathagar.com

কবিতার জন্ম

নান্দনিক আনন্দ বেদনায় লালিত খন্ডিত প্রহর
অলৌকিক সঙ্গীতের ভাষা পড়েছি মুগ্ধ দু-চোখে
নৈসর্গিক সুখের চেতনায় ভাসে যমজ শরীর
প্রত্যয়ের ভালবাসা রাত্রিঘন আকাশের কোলে।

কেউ বলেনি ভালবাসার রাজপথে শকুনের চীৎকার
হলুদ স্বপ্ন নিয়ে কাঁদে আরক্তিম বসন্তের কোকিল
পিপাসার যন্ত্রনা নিয়ে আসে সমুদ্র নীহারিকা ভোরে
জানালায় খেলা করে কবিতার শব্দাবলী গভীর রাতে।

দেখি সভ্যতার প্রথম আলো অতলান্ত চোখের গভীরে
ফাল্গুনের প্রথম প্রহরে
দুন্দুভি বাজিয়ে জন্ম হলো কবিতার প্রথম আকাশ।

www.pathagar.com

হৃদয়ের বিলাপ

সবুজ অরণ্যের মানবিক চীৎকারে জ্বলছে আমার হৃদয়
দু-হাজার বছরের জন্ম বার্ষিকী পালন করছে প্রেমহীন চাঁদ
নির্ঘুম বুড়িগঙ্গা ছেড়ে এখন উঠে এসেছে আকাশের গান
চেয়ারের হাতল ধরে বসে আছে অলৌকিক নগ্ন জীবন।

তিরিশ লক্ষ তাজা লাশের গন্ধ পেয়ে
আকাশে চক্কর মারে ক্ষুধার্ত শকুন হাজারে হাজারে
পাহাড়ের পেছনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আকাশের নীল
জীবন বীমা কর্পোরেশন কি করে হিসেব মেলাবে
যখন হৃদয়ের বিলাপ ছোবল মারে কালো নিরেট পাথরে।

জ্যোৎস্নায় ধুয়ে মুছে কালো শকুনের দল সাদা হয়ে গেল
জিজ্ঞাসিত হলে এক জীব বিজ্ঞানী কাগজ তুলে বললেন
সাধারণত: সাদা শকুনের কোন "মৌলিক অরিজিন" নেই
তারাও বেরিয়ে আসে মায়ের জরায়ু থেকে নীরব বিক্ষোভে
প্রাগৈতিহাসিক মাকড়সার লাল চোখ হাসে অন্তহীন লোভে।

www.pathagar.com

কবিতার মত কোমল মৃত্যু

সময়ের পিছটান নেই অন্তহীন স্রোতের মত
এগিয়ে যায় সময়ের ডানা আকাশের সীমানা পেরিয়ে
রক্তের অনু-পরমাণু গিলে খায় জীবনের আলো
নিশ্চিত সময় ক্ষয়ে যায় প্রতিদিন পলকে প্রহরে।

এরপর অযুত অনুভূতি মেঘের কোলে ভর করে
মৃত্যু আসে অনিবার্য সূর্যের মত
জীবনের দড়ি টেনে হারিয়ে যায় চৈতন্যের গভীরে।

তবে কিছু মৃত্যু আছে ভোরের কোমল কবিতার মত
ভরে রাখে হৃদয়ের গালিচা ব্যাপ্তির মহা উত্তাপে
মুঠোতে তুলে ধরে জীবনের সকল বিশ্বাস।
সুযোগ্য মানুষেরা আসে আকাশের বক্ষদেশ হতে
অনাবৃত মুগ্ধ সফলতা আর জীবনের বিশ্বাস নিয়ে
মৃত্যু জীবনকে ছিনিয়ে নিলেও সে নতজানু হয়ে
থমকে দাঁড়ায় সমৃদ্ধ জীবনের কোমল সিড়িতে
তাকিয়ে থাকে অবাক দৃষ্টিতে বিপূল বিস্ময়ে।

==========

(আমার আব্বার স্মৃতির প্রতি নিবেদিত)

==========

www.pathagar.com

নামতা : ২০১১

এক-য়ে শাপলা চত্বর
দুই-য়ে চোখ , তিন দুগুনে সাত
দু-হাজার সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য
শিক্ষা বাসস্থান উন্নয়নের গণতন্ত্র
মুখস্ত করে সরল শিশু পুরানো ধারাপাত।

আট দুগুনে আঠারো
সূর্যের থাবা ছোবল মারে ধানের নরম বুকে
নীলাম্বরী শাড়িতে বেজে ওঠে সবুজের গান
খড়ের নরম বিছানায় কাঁদে কৃষক কুমারী
স্বপ্নেরা এসে স্নান করে কোকিল সিড়িতে
বৃক্ষের বত্রিশ দাঁত সবুজ হয় ফাল্গুনের ভোরে।

নদীর দুই উরুর মাঝে নামে বালিকা সন্ধ্যা
কৌশিল্য কুমারী স্পর্শ করে ভৈরবীর সুর
সূর্য মোরগ ঠিকই জানে জেগে ওঠার সঠিক সময়।

দশ দুগুনে সাতাশ
সময়ের শরীরে বিদ্ধ হয়েছে নিহত পাখির ঠোঁট
আমাবশ্যা পলকে গিলে খায় নি:শব্দে সমস্ত আকাশ
সজ্জিত পুতুল কুমারী জলকে চলে হরিণী ছায়ায়।

এক-য়ে বাংলাদেশ বিধ্বস্ত পাখায় রাজার আশ্রম
দুই-য়ে সুখ-দু:খ রাতদিন শরীরের গাছপালায়
মশালে মিছিলে রক্তাক্ত রাজপথ স্বাস্থ্যবতী হয়।

www.pathagar.com

অন্ধকারে বসবাস

বসন্ত বাগানে অপুষ্ট ফুলগুলি কাঁদে ক্ষতের যন্ত্রনায়
মোটেই লাগেনা ভালো হিম অন্ধকারে আর বসবাস
মৃদু শব্দে দুলে ওঠে আক্রান্ত হৃদয়ের বিপন্ন প্রাচীর
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঢেউ তোলে জীবনের শুদ্ধ সূচনায়।

ক্ষুধার তীব্র দহনে
অবোধ শিশুরা ডাষ্টবিনে খুঁজে মরে অর্থনীতির সুর
শোনায় না বৃষ্টি এখন ভাটিয়ালী গান মধ্য শ্রাবণে
বসন্তের মেঘ হাতে নিয়ে বসে আছে অলস বাদক দল
সঙ্গীতে আবেগ নেই কষ্ট শুধু কবিতার জীবনযাপনে।

নৃত্য-পটিয়সী বৃষ্টিস্নাত বেহুলার শরীর হঠাৎ দুপুরে
চারিদিকে মৃত্যুর গন্ধ পায় গোলাপ বাগানে
জানে না জীবনের ঠিকানা কোথায়
শুরু হয়েছে অহেতুক যুদ্ধ সূর্যের চোখ নিয়ে
চারদিকে শুধু ধ্বংসের কদর্য গন্ধ
কোমলতা নেই ভোরের শিশিরে
হৃদয়ের মানচিত্রে কালো মেঘ আসে লোহার বাসরে।

www.pathagar.com

বিপুল বিস্ময়

সবাইকে যেতে হবে গর্ভগৃহে ঘোর অন্ধকারে
সর্বস্ব ফেলে চলে যায় নদী পাহাড় জলজ প্রান্তর
মানুষের দুটি চোখ অনন্ত শূণ্যতায় স্থির হয়ে যায়
উচ্ছিষ্ট নিয়ে আকাশ ডুবে যায় সমুদ্রের গভীরে।

আকাশের নাভিমূলে ঘর্মাক্ত শরীরে নামে বিপূল বিস্ময়
জলের সঙ্গীতে নিখাদ কবিতা উঠে আসে নাচের মুদ্রায়
সরব প্রকৃতির শব্দরেখায় শিশিরের গন্ধে ফোঁটে কুমুদিনী
আকাশের ছায়ায় চারদিকে শুনি শুধু বিস্ময়ের ধ্বনি।

মহাবিশ্ব সমুদ্র পাহাড় জলজ দেহের মুদ্রা কিছু নয় অক্ষয়
শুধু আকাশের বাহুমূলে নীরবে বসে থাকে বিপূল বিস্ময়।

www.pathagar.com

পূর্ণ কবিতা

সুখবিদ্ধ কবি উঠেছেন মঞ্চে এবার কবিতা পড়বেন
শরীরের গাছপালা বিশুদ্ধ বাতাস চায় গভীর ভালবাসা
পেখম মেলে মুখর রাত্রি গভীর আবেগে বিহ্বল
কি কবিতা শোনাবেন আপনি এই কবিতা সন্ধ্যায় ?

আলোর নির্জন কোনে অরণ্যের সবুজে লাস্য ছলতায়
রক্তলাল নক্ষত্রের দল বিবৃতি দিয়ে প্রার্থনায় বসেছে
পেলব উঠোনের কার্নিস ধরে এলে তুমি গোলাপ হাতে
কি নিদারুন শৈল্পিক ছবি ঝিনুক কুমারী তুমি পূর্ণ কবিতা।

www.pathagar.com

প্রকৃতির রাজ্যে

প্রকৃতির রাজ্যে রয়েছে তিনটি আলোক বিন্দু
"ন"-তে নদী , নারী আর নক্ষত্র
এই তিনটি শব্দে রয়েছে সৌন্দর্যের বিশাল সম্পদ।
কিন্তু এখন শব্দগুলি হয়ে গেছে প্রায় মৃতপ্রায়
সেখানে ধ্বনিত হয়না জীবনের জয়গান।

নদী

নদীর অনন্ত সঙ্গীতের ভালবাসা স্তব্ধ হয়ে গেছে
সীমাহীন বিষন্নতা নিয়ে নদী পড়েছে ঘুমিয়ে
সারা শরীরে ক্ষতের গন্ধ নিয়ে নদী আছে শুয়ে
তার মৃত চোখ দুটি চলে গেছে সময়ের সাথে
তাই নদী বসে আছে কফিনের অপেক্ষায়।

নক্ষত্র

প্রেতের হাসি নিয়ে মানুষের কংকাল বাদ্য বাজায়
সৌর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে আলোহীন নক্ষত্রের দল
সমুদ্রের সঙ্গীত থেকে তারা সরে গেছে দূর-বহুদূর
সময় স্থির হয়ে আছে দুচোখে তার সীমাহীন বিস্ময়।

নারী

রংয়ের প্লেটে শুয়ে আছেন আধুনিকা নারী
রং মাখা লাল ঠোঁটে তার কুহকী জিজ্ঞাসা
মনে হয় টাঙ্গানো ছবি থেকে এখনি নেমে এলেন।
ব্যস্ত সময় কাটে হিল্লোল সাজে সকাল দুপুর রাতে
মনে হয় তিনি নন মর্তের নারী
তাকে মানায় ভালো অলস গ্যালারীতে।

www.pathagar.com

মহাকাশে শব্দমালা

মহাকাশের সন্ধানে ছুটে চলেছে যে কবিতার ধ্বনি
সে ধ্বনি অবিনশ্বর , তার কোন মৃত্যু নেই
এই শোচনীয় নগরীর সংকীর্ণ রাজপথে
নেমে আসে বিষন্ন দুপুরের ছায়া
রক্তলাল লাভা স্রোতের মত আসে অশুভ বিকার
মৃত্যুকে পেছনে ফেলে হেঁটে যায় একাকী গর্বিত হৃদয়।

নদীগুলিকে এখন বড়ই একাকী মনে হয়
ঢাকা পড়ে যায় মোহনীয় সঙ্গীত সাদা কুয়াশায়
সকাল সন্ধ্যায় ওরা কেড়ে নেয় মানুষের হৃদয়ের শব্দমালা
শব্দশৈলীর অহংকার
ভোরের শিশির
কোকিলের কুহুধ্বনি
এসব কখনই পরাজিত হয়না মৃত্যুর ঠিকানায়।

এরপর কবিতার কোমল হাত ধরে রমণীয় সন্ধ্যা নামে
অমৃতের অনন্ত ঝর্ণাধারা সবুজ বনের দু-চোখে ভাসে
হারানো সুর খুঁজে ফেরে প্রজাপতি ঘাসের নিঃশ্বাসে।

নতুন সূর্যের সন্ধানে ছুটে চলে মহাবিশ্বে অযুত নক্ষত্রের দল
তখনই আকাশ শিশুদের ছুঁয়ে দেয় কবিতার কোমল আলো।

www.pathagar.com

কবিতার শরীর

নদীর শরীরে কোমল রোদ রেগে ছবি হয়ে যায়
রাত্রিময় আকাশে জ্বলে নক্ষত্ররাজি গভীর আবেশে
মিছিলের প্রত্যয় ধ্বনি স্বপ্নের সিড়ি অরণ্যের গান
এসব সহসাই কবিতা হয়ে ওঠে চোখের নিমেষে।

বৃক্ষের শরীরে কোমল রোদ লেগে ছবি হয়ে যায়
মাছরাঙ্গা, শালিক, টিয়া, দোয়েলের শীষে
সূর্যমুখীর প্রাণের উচ্ছাস ধানের সবুজ প্রান্তর
এসব সহসাই কবিতা হয়ে ওঠে সকাল সন্ধ্যায়।

আবার কখনো কবিতা হয়ে ওঠে স্কাড ক্ষেপনাস্ত্র
বোমারু বিমান বিধ্বংসী চকচকে কামান
টোমাইক, ক্রুজ, মিসাইল
টর্নেডো, গ্রেনেড ভারি মরনাস্ত্রের সহিংস ছোবল।

শ্বেতশুভ্র কবুতর ডানায় ভর করে চলে সূর্য যাত্রায়
অগ্নিভুক বায়ু নিমেষে হয়ে ওঠে শীতল কাব্যময়
কবিতার প্রতিটি উপমা, শব্দ, কমা, সেমি-কোলন
কাঁপিয়ে তোলে মাংসাসী নেকড়ের কঠিন হৃদয়।

কবিতা মানুষের দুর্জয় দুর্গ অরণ্যের সোনালী স্বপ্নসুখ
শানিত কবিতা কাঁপিয়ে তোলে হিংস্র মানুষের বুক।

www.pathagar.com

সমীক্ষা

হৃদয়

পরমানুর নিরীক্ষা ভৌগলিক আবেগ
সমুদ্রের রহস্য মহাকাশ ভুমিকম্প
নি:সন্দেহে দূর্বোধ্য জটিল বিষয়
সর্বাধিক জটিল মানুষের কোমল হৃদয়।

মানুষ

ইদানিং সবই বোঝ প্রলম্বিত অবসরে
প্রেম অধিকার ষড়যন্ত্র কৌশল বোঝ
রাজনীতি আর সম্পদের হিসেব বোঝ
শুধু বোঝনা মানুষের মন।

সঙ্গীত

হরিণ শিশুর কালো চোখের তারায়
নাচে জলপ্রপাতের স্বর্গীয় সঙ্গীত
কখনো দেখনি প্রাণের গভীরে প্রাণ
দ্রুতলয়ে বদলে যায় জীবনের স্থান।

বিশ্বাস

এক জীবনে অনেক জীবন খন্ডিত সময়ে
অশুদ্ধ আবেগে ভুল বুঝে করো অবিশ্বাস
সন্দেহ ঈর্ষা অভিযোগ সবই বোঝ তুমি
শুধু বোঝনা জীবনের বিশ্বাস।

www.pathagar.com

সময়ের আহ্বান

সময় থাকে কি মেঘমালায় সমুদ্রে অথবা উর্ধলোকে
মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে ইথারে অথবা পাথরের দেহে
সময় থাকে কি ছাদের কার্নিসে রোদের তপ্ত ছায়ায়
সময়ের উর্ধে কিছু নয় সব চলে যায় অলৌকিক মোহে।

এক বিন্দু শিশির তাকিয়ে রয়েছে সময়ের মুখের দিকে
শরীরের ছবি কুয়াশায় সিক্ত মুছে যায় পরম শোকে
কালের গহ্বরে শিলা বৃষ্টি আসে কুয়াশার নরম সুরে
অরণ্য সঙ্গীতে সময়ের কাছ হতে আসে শেষ আহ্বান
সাদা ঘাম নিয়ে অসহায় মানুষকে তাই সাড়া দিতে হয়
দেহলিপির মেঘের মানচিত্রে আসে মানুষের অন্তিম নির্বান।

www.pathagar.com

রোগাক্রান্ত নগরী

অজস্র শ্লোগানে মুখরিত এই রোগাক্রান্ত নগরী
গ্রীষ্মের দুপুরে শুকনো ঘাসের মত নাগরিক মুখ
জীবনের উত্তাপ নেই
প্রত্যাশার শপথ নেই
অবিরাম খুঁজে ফিরি প্রাণহীন রাজপথে জীবনের সুখ।

এ কেমন শ্লোগান
প্রত্যয়ের ভাষা কই প্রাণের গভীরে
উত্তেজনায় সিক্ত নয় বিবর্ণ মুখের ছবি
শিল্পীত আকাশ কই হৃদয়ের দুয়ারে।

এ কেমন শ্লোগান
ভাষায় উত্তাপ নেই মরচে পড়া শবের মত
জীবনের শিখা জ্বালিয়ে দাও উত্তাল সাগরে
প্রতিজ্ঞার বাঁশী বাজুক প্রাণের গভীরে।

আমি বসে আছি সমুদ্রের নিলাক্ষী জানালায়
বীর্যবান বৃক্ষের আড়ালে ভোরের সূর্যের আশায়।

www.pathagar.com

প্রকৃতির শবচ্ছেদ

অহংকার হারিয়ে ফেলেছে দেশের সবগুলি নদী
তাদের নি:শন্দ কান্না মিশে যায় ভোরের শিশিরে
সব কিছুই ঘটে গেছে বর্বর মানুষের ধৃষ্টতায়
শবচ্ছেদ করা হয়েছে পাশবিক বলাৎকার করে
বিশাল প্রকৃতির অপরূপ শরীরে।

চলে যায় সবকিছু অন্ধকার রাত্রির গভীরে
দেখে মনে হয় মৃত্যুর প্রতিকৃতি এই প্রকৃতিকে
থেমে গেছে জীবনের স্পন্দন বুঝিনা কারো কথা
শরীরে লেগে থাকে বেদনাহত অশ্রুকণার ছায়া
কুৎসিত স্মৃতির উৎস হয়ে সবকিছু পড়ে থাকে ।

সময় এসেছে দুই হাতে তার ক্ষুরধার তরবারি
বিলম্ব না করে মুছে দাও সব কদাকার দৃশ্যবলী
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও সমাজের সকল জঞ্জাল
নতুন প্রজন্মদের জন্য আমরা নতুন বিশ্ব গড়ি।

www.pathagar.com

হতাশা চারদিকে

সুতীব্র ঘৃনার আবেগে অস্থির শতাব্দীর প্রহর
নেমে আসে ঝড় কালো মেঘের কোল থেকে
ছোবল মারে প্রবল আক্রোশে চারদিকে কম্পন
নিমেষে ছিটকে পড়ে অভিশপ্ত যন্ত্রনার আগুন।

এখন আকাশে নেই আলো ভরা চাঁদ
এ যেন অভিশাপ চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি
গলিত শরীরে জমে ওঠে বধির রক্তপাত।

এক সময় থেমে যায় অনাহুত কষ্টের বৃষ্টি
বিভ্রমে কাতর মানুষের নেই সহজতর দৃষ্টি
অনন্ত নীল আকাশ আর সবুজ প্রকৃতির সাথে
এখনও মানুষ শেখেনি
কিভাবে হাঁটতে হয় ক্ষণস্থায়ী জীবনের পথে।

www.pathagar.com

নীল নির্জনে সুখের ঠিকানা

রক্তিম উল্লাসে ভরে দেয় প্রকৃতি মানুষের দেহ
মায়াবী রাতে সাদা মেঘ জমেছে আমার হৃদয়ে
মনের মধ্যে কুরে-কুরে খায় এক অদ্ভুদ উন্মাদনা
সকল ভাবনা উৎসবের সাথে যায় তলিয়ে।

জানি না বিকেল কখন ফুরিয়ে গেছে
আমি থমকে দাঁড়াই নিদ্রাহীন অন্ধকারে
সময় যেন মিশে গেছে অনন্ত প্রহরে
রচিত হচ্ছে কামনার মিষ্টি মধুর কবিতা।

এ যেন কমনীযতা আর সুধার অনবদ্য সমন্বয়
বিশ্বের যা কিছু মনোলোভা যা কিছু মদালস
তাই দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ভালবাসার স্বরলিপি।

ভবিষ্যৎ থাকুক অজানা
বর্তমান নিয়ে মেতে আছে এই নশ্বর জীবন
চেনা হলো না সুখের ঠিকানা
এই জীবনের পথ চলা এভাবেই শেষ হয়ে যাবে
মুক্তি মানেই তো বিচ্ছিন্নতা এই জীবন থেকে
আবাস হবে অন্য গ্রহে অন্য কোনখানে।

www.pathagar.com

জীবনের বাসনা

জীবনের স্বপ্নের কথা খুঁজে মরি বিষন্ন দুপুরে
সব ঘটনাই ঘটে যায় চোখের সামনে
কিছু-কিছু জাগরণে
কিছু-কিছু স্বপ্নের ঘোরে
ভরে যায় আমার মন অলৌকিক স্বরে।
চলে যায় দিনের পিচ্ছিল সিড়ি ফেরেনা কখনো
তারপর আসে দীর্ঘ রাত্রি নক্ষত্রের হাত ধরে
সেও চলে যায় স্বপ্নটুকু রেখে শিরার আঁধারে।

তবে সুপ্ত স্বপ্নের কিছু-কিছু ফিরে আসে
সারা গায়ে মেখে কুয়াশার কণা
মনে হয় এসব বুঝি অচেনা প্রতিকৃতি
কিছু-কিছু বিস্মৃতির অলীক কল্পনা
দুলে ওঠে শব্দের চন্দ্রিমা অবিনশ্বর স্মৃতি।

কেউ বোঝেনা এই জীবনের বাসনার কথা
কেন তারা হারিয়ে যায় পলাশের ডালে
শতাব্দীর শেষ জ্যোৎস্নার মায়াবী আড়ালে
কোন-কোন ঘটনা শুধু স্মৃতি হয়ে জ্বলে।

www.pathagar.com

মাতৃভাষা অনন্য প্রজাপতি

মৃগনাভির মদির গন্ধেও মৃত্যুর সঙ্গীত ভাসে
শুধু মৃত্যু নেই অমর মাতৃ ভাষার
আহা কি অপরূপ ভাষার ধ্বনি
চৈতন্যের গভীর থেকে উঠে আসা
মুকুলিত হয়ে ওঠে ছায়া শরীর শব্দ তরঙ্গের।

ভোরের কোমল গন্ধে ভরা সাদা কুয়াশায়
সেই ছায়া শরীর হতে ভেসে আসে ব্যঞ্জনার স্বর
তাই আমাদের অস্তিত্ব মহান মাতৃভাষা।
মাটির সোঁদা গন্ধের কি মৃত্যু আছে
আছে কি মৃত্যুর পরে চীৎকার ধ্বনি
আকাশের কি মৃত্যু আছে, অথবা অসীম সমুদ্রের ?

এসব মৃত্যুহীন বস্তু জগতের ভীড়ে
মাতৃভাষা এক অনন্য প্রজাপতি
আমৃত্যু সে লুকিয়ে থাকে হৃদয়ের কোমল গভীরে।

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গন

ফাল্গুনের কোমল শীতের চিত্রকল্প শুভ্র আভায়
বাংলা একাডেমীর বট বৃক্ষের নি:শব্দ ছায়ায়
সকল ব্যবধান মিটিয়ে চলে সহাস্য আলাপন
এখানে সবাই আপন-----সবাই নিকট জন।

কেউ হয়ে যান বিকেলের সোনালী সঙ্গীত
কেউ হয়ে যান আলো ভরা রাত্রিমুখী নদী
ফাল্গুনের বাংলা একাডেমীর বিশাল প্রাঙ্গন
এ শুধু ঝংকারে মুখরিত মিলন মেলা নয়
এ যেন বিস্ময় মেলা ক্লান্তিহীন মানুষের কাছে
জেগে ওঠে লক্ষ প্রাণের মোহনীয় স্পন্দন।

এখানে আছে শুধু প্রাণের উচ্ছাস
এখানে আছে শুধু শিশিরের নি:শ্বাস
এখানে বসে আছে সারাটি বিশ্ব
এখানে বসে থাকেন সবার শীর্ষ
এখানে বাতাসে ভাসে নিলয় সৌরভ
এখানে বসেছে আজ বসন্ত উৎসব।

www.pathagar.com

ক্ষুধার আগুন

অ-তে অশ্ব ডিম্ব, ব-তে বুদ্ধিজীবী
এরপর আরও আছে বর্ণ পরিচয়ে
ম-তে মাদক, বেজে ওঠে অশ্লীল সুরে
বাংলা একাডেমীর নির্জনে ক্লান্তি নেমে আসে
পাঠকের দুঃচোখের পাতায় ভরা দুপুরে।

শিল্পের ধারাপাতে আছে মোহনীয় অনেক ছবি
জানালায় রাত্রি কাঁদে একাকী ময়ুরী
বৃক্ষের ছায়ায় আছে লাস্যময়ী নারীর আনন্দ সঙ্গীত
রাতের ক্লান্ত সড়কের নির্জনে কাঁদে অনাথ কিশোরী।

হ-তে হরিণ শিশু, ক-তে কুমীর
স্বাভাবিক মৃত্যু নয় জ্যান্ত লাশ চায় উড়ন্ত শকুন
ভাষাহীন কৃষক কুমারী কুড়িয়ে নেয় ক্ষুধার আগুন

www.pathagar.com

কামরুল ইসলাম খান আমার প্রিয় মানুষদের মধ্যে একজন। আমার দৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ প্রতিভাধর কবি, শক্তিশালী লেখক এবং সর্বোপরি অতি অনুভূতিসম্পন্ন একজন মানুষ। কামরুল ইসলাম খানের লেখা কবিতা, গল্প পড়লেই তার চেতনার গভীরতা সম্পর্কে মনে বিস্ময়ের জন্ম নেয়। প্রচার বিমুখ এই মানুষটি একান্তে সাহিত্য ও কবিতা চর্চা করে চলেছেন চাকুরী থেকে অবসরের পর থেকেই। ইতোমধ্যে অনেকগুলো বই বের হয়েছে তার। এর মধ্যে বেশ কয়েকটির প্রচ্ছদ অঙ্কনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আর প্রচ্ছদ তৈরীর কাজটুকু করতে গিয়েই লাভ করেছি সর্বগুনসম্পন্ন এই মানুষটির সহচার্য। সুদীর্ঘকাল সরকারী উচ্চপদে চাকরি করার পরও তার অতি সাধারণ জীবনযাপন, বিনয় ও নিরহঙ্কারী মনোভাব আমাকে সর্বদাই মুগ্ধ করে। তার কবিতা ও লেখা আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারকে আরও আলোকিত করুক। নিরোগ, সুদীর্ঘ আর আনন্দময় হোক তার জীবন সর্বশক্তিমানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

পঙ্কজ পাঠক

www.pathagar.com

'অনিন্দ্য চন্দ্রিমা ভোরে' আমার পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ যা চলতি একুশে বইমেলায় (২০১১) প্রকাশিত হলো। বিগত ২০০৩ সাল থেকে প্রতিটি বইমেলায় আমার একটি করে বই প্রকাশিত হয়েছে। গত বছরে প্রকাশিত হয়েছে কাব্যগ্রন্থ "জোনাকীর বিমুগ্ধ আভা"।

কবিতার বসবাস বিশ্বের বৃহত্তম বেলাভূমির রূপালী তটে। তার সারা শরীরে লেগে থেকে সৌন্দর্যের চন্দ্রমা যা আলোকিত করে তোলে নান্দনিক সবুজ প্রকৃতি। অতীন্দ্রিয় সময়ের প্রাণচঞ্চল সজীব আত্মার সাথে কবিতার নিবিড় বসবাস।

একজন কবির প্রধান অস্ত্রই হলো পরিশুদ্ধ এবং পছন্দের শব্দশৈলি। তিনি একজন শব্দ সৈনিক। এসব শব্দ দ্বারা তিনি কবিতার শরীর গঠন করে থাকেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে দূর্বোধ্য কবিতা পছন্দ করি না। দূর্বোধ্যতা একজন পাঠককে বিরক্ত করে তোলে। ফলে আমি আমার মনের মত শব্দশৈলির দ্বারা কবিতার শরীরকে রূপ-রস দিয়ে এঁকে থাকি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যারা কবিতা ভালবাসেন এবং কবিতা প্রেমিক, কবিতাগুলির অপরূপ সৌন্দর্য তাদেরকে নতুনভাবে আন্দোলিত করবে এবং তারা নতুন করে এর রস আস্বাদন করবেন। কবিতার মৃত্যু নেই, কবিতা অমর। কবিতার জয় হোক।

কামরুল ইসলাম খান

www.pathagar.com

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিস : নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন : ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস : ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৯২০১

www.pathagar.com